গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড লেবার উইং
পরিসংখ্যান ভবন (৫ম তলা, ব্লক-বি)
ই-২৭/এ,আগারগাঁও, ঢাকা
www.bbs.gov.bd

ফিল্ড ম্যানুয়াল

বিজনেস ডিরেক্টরি হালনাগাদকরণ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	**পটভূমি**.....	৪
	বিজনেস ডাইরেক্টরি প্রণয়নের উদ্দেশ্য.....	৪
	যে সকল তথ্য বিজনেস ডিরেক্টরি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা হবে.....	৫
	আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাবলী.....	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	**প্রয়োজনীয় সংজ্ঞাসমূহ**.....	৬
	রেজিস্ট্রেশনের ধরণ.....	৬
	জয়েন্ট স্টক কোম্পানি.....	৬
	বিনিয়োগ বোর্ড.....	৬
	বিসিক.....	৬
	বেপজা.....	৭
	করকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর.....	৭
	সমবায় অধিদপ্তর.....	৮
	সিটি কর্পোরেশন.....	৮
	পৌরসভা.....	৮
	ইউনিয়ন পরিষদ.....	৯
	এনজিও ব্যুরো.....	৯
	প্রাতিষ্ঠানিক সেক্টর.....	৯
	নন ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন.....	৯
	ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন.....	১০
	সরকারি প্রতিষ্ঠান.....	১০
	অলাভজনক প্রতিষ্ঠান.....	১১
	প্রাতিষ্ঠানিক খানা.....	১১
	প্রাতিষ্ঠানের ধরন.....	১২
	একক ব্যক্তি মালিকানা.....	১২
	অংশীদারিত্ব মালিকানা (দেশী).....	১২
	অংশীদারিত্ব মালিকানা (বিদেশী).....	১২
	অংশীদারিত্ব মালিকানা (দেশী ও বিদেশী উভয়).....	১২
	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি.....	১২
	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি.....	১৩
	বিদেশী কোম্পানী (প্রাইভেট) লি.	১৩
	সমবায় সমিতি.....	১৩
	সরকারি কোম্পানী.....	১৩
	অন্যান্য.....	১৩
তৃতীয় অধ্যায়	**জরিপ প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধতি**.....	১৪-১৭

প্রথম অধ্যায়

পটভূমিঃ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতি ১০ বছর অন্তর অর্থনৈতিক শুমারি পরিচালনা করে থাকে। দুটি অর্থনৈতিক শুমারির মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানের মৌলিক হালনাগাদ তথ্য জানা এবং শিল্প ও সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন জরিপের Sampling Frame প্রস্তুত করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য হালনাগাদ করা প্রয়োজন হয়। ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং কর্তৃক ১০ ও তদুর্ধ্ব জনবল বিশিষ্ট সকল শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানের তথ্য হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

বিজনেস ডাইরেক্টরি হালনাগাদকরণ কার্যক্রমের মধ্যে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত তা হলো:- ১) প্রতিষ্ঠানের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা; ২) প্রতিষ্ঠানের অবস্থান; ৩) প্রতিষ্ঠান আরম্ভের বছর; ৪) ব্যবসা আরম্ভের বছর; ৫) অফিসের ধরন; ৬) প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকান্ড; ৭) প্রধান উৎপাদিত দ্রব্য/সেবা; ৮) রেজিস্ট্রেশনের ধরন; ৯) প্রাতিষ্ঠানিক সেক্টর; ১০) প্রতিষ্ঠানের ধরন; এবং ১১) লিঙ্গভেদে স্থায়ী, অস্থায়ী মোট কর্মরত জনবল ইত্যাদি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ইতোপূর্বে ২০০৫ এবং ২০০৯ সালে Register of Establishment তথা Business Register প্রণয়ন করেছিল। বর্তমানে অত্র উইং কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় একটি Business Directory (যা পূর্বে Register of Establishment ছিল) প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানের মৌলিক হালনাগাদ তথ্য; বিস্তারিত ডাটাবেইজসহ একটি পূর্ণাঙ্গ Sampling Frame পাওয়া যাবে, যার উপর ভিত্তি করে দেশের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গতিপ্রকৃতি নিরুপণে শিল্প ও সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন জরিপ পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

১.১ বিজনেস ডাইরেক্টরি হালনাগাদকরণ এর উদ্দেশ্য:

- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ১০বছর অন্তর অন্তর পরিচালিত অর্থনৈতিক শুমারির মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন শিল্প সংক্রান্ত জরিপের Sampling Frame প্রস্তুত করার জন্য প্রতিষ্ঠান গুলোর তথ্য হালনাগাদ করা।
- সেক্টরভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হালনাগাদ তথ্য সম্বলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজনেস ডাইরেক্টরি প্রণয়ন।
- ১০ বা তদুর্ধ্ব জনবল বিশিষ্ট সকল ধরণের শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ডেটাবেইজ প্রণয়ন।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দ্রব্য ও প্রদেয় সেবার তথ্য সংগ্রহ করা।
- বিজনেস রেজিস্টার নিয়মিত হালনাগাদের মাধ্যমে NSDS এর GOAL-6 অর্জন করা।

১.২ যে সকল তথ্য বিজনেস ডিরেক্টরি হালনাগাদকরণ প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা হবে:

- প্রতিষ্ঠানের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা;
- প্রতিষ্ঠানের অবস্থান;
- প্রতিষ্ঠান আরম্ভের বছর;
- ব্যবসা আরম্ভের বছর;
- অফিসের ধরন;
- প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকান্ড;
- প্রধান উৎপাদিত দ্রব্য/সেবা;
- রেজিস্ট্রেশনের ধরন;
- প্রাতিষ্ঠানিক সেক্টর;
- প্রতিষ্ঠানের ধরন; এবং
- লিঙ্গভেদে স্থায়ী, অস্থায়ী মোট কর্মরত জনবল ইত্যাদি।

১.৩ আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাবলী:

প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত সকল তথ্য গোপনীয় রাখা হবে এবং শুধুমাত্র পরিসংখ্যানিক গবেষণা ও পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত হবে। GeO Code অনুযায়ী ঠিকানা, প্রতিষ্ঠানের মোবাইল ফোন/ল্যান্ডফোন নাম্বার, প্রতিষ্ঠান প্রধানের ই-মেইল নাম্বার, BSIC আনুযায়ী প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধরন, BCPC অনুযায়ী উৎপাদিত পণ্য বা সেবার ধরণ, আইনগত শ্রেণীবিভাগ, SNA অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের ধরণ, প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা এ কাজের আওতাভুক্ত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রয়োজনীয় সংজ্ঞাসমূহ

জয়েন্ট স্টক কোম্পানিঃ

জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হলো ব্যবসায় সত্তা বা প্রতিষ্ঠান যেখানে অংশীদারীরা শেয়ার এবং বিভিন্ন প্রকার স্টক ক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানির মালিকানা লাভ করেন। জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী,পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি উভয়ই হতে পারে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারগণ তাদের শেয়ার অবাধে হস্তান্তর করতে পারেন। ফাইনান্সিয়াল ব্যাংক ও লিজিং কোম্পানী ব্যতীত সকল প্রতিষ্ঠান জয়েন্ট স্টক কোম্পানি দ্বারা নিবন্ধিত। যেমন- মিউচুয়াল ফান্ডগুলো জয়েন্ট স্টক কোম্পানি দ্বারা নিবন্ধিত।

বিনিয়োগ বোর্ডঃ

বিনিয়োগ বোর্ড সরকার কর্তৃক ১৯৮৯ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, অর্থনীতিতে বিশেষ করে বেসরকারি খাত এবং বিদেশি বেসরকারি পুঁজির অংশগ্রহণ বাড়ানোর উপযোগী সরকারি নীতির বাস্তবায়ন ঘটানো। বোর্ডের কাজ হচ্ছে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, শিল্প প্রকল্পসমূহের নিবন্ধন, শিল্প-কারখানার জন্য যথাযথ অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি, বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও শ্রমিকদের জন্য ওয়ার্ক পারমিট প্রদান এবং শিল্পোদ্যোগসমূহের জন্য অর্থসংস্থানে সহায়তা দান। বোর্ড শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় আমদানি কার্যক্রমে সাহায্য করে এবং পুঁজি সংগ্রহের লক্ষ্যে তারা শেয়ার ছাড়তে চাইলে তাদেরকে আনুষ্ঠানিক অনুমতি সংগ্রহের ক্ষেত্রে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা দেয়। বিদেশিদের রয়্যালটি পরিশোধ, প্রযুক্তি হস্তান্তর বা কারিগরি সহায়তার জন্য ফি প্রদান ইত্যাদির অনুমতিও বিনিয়োগ বোর্ডই দিয়ে থাকে। এছাড়া বিনিয়োগ বোর্ড শিল্প প্রতিষ্ঠানাদির জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও ক্রয় কিংবা স্থাপনাসমূহে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদির সংযোগ, পয়ঃপ্রণালী, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি সুবিধা সৃষ্টি, আমদানিকৃত যন্ত্রসরঞ্জাম, খুচরা যন্ত্রাংশ ও কাঁচামালের জন্য শুল্ক বিভাগীয় ছাড়পত্র সংগ্রহ এবং পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সংগ্রহে সাহায্য করে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বোর্ড যে সক্রিয় তৎপরতা পরিচালনা করে তার মধ্যে আছে দেশে বিনিয়োগ পরিবেশ, বিনিয়োগকারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রচার এবং সরকারের বিনিয়োগনীতি যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন ও অন্যান্য সকল প্রকার কাজে সহায়তা দান। বিনিয়োগ বোর্ড নানা সময়ে বিভিন্ন পুস্তিকা ও তথ্যগ্রন্থও প্রকাশ করে থাকে।

বিসিকঃ

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) সরকারি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রচারিত একটি সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন। এ কর্পোরেশনের সাধারণ নির্দেশনা ও প্রশাসন-এর

কার্যাবলী সরকার গঠিত একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। চেয়ারম্যান এ বোর্ডের নির্বাহী প্রধান। অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ বিভিন্ন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিভাগগুলো হলো: উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিভাগ; পরিকল্পনা উন্নয়ন ও গবেষণা বিভাগ; প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগ; অর্থ বিভাগ; নকশা, বিপণন ও হোল্ডিং কোম্পানি বিভাগ এবং প্রযুক্তি বিভাগ। ১৯৫৭ সালে জন্মলগ্নে বিসিক কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি এবং সেগুলো বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণের মত বাণিজ্যিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতো। এই সময় বিসিক ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোক্তাদের দেশীয় মুদ্রায় স্বল্প পরিমাণ ঋণও বিতরণ করতো। বিসিকের কাজ ছিল বস্তুত এ দেশে শিল্পায়নের একটি প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে তোলা। সে প্রেক্ষিতে নিজস্ব তহবিল থেকে এবং ব্যাংকের সাথে কনসোর্টিয়াম গঠনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদেরকে ঋণদান, শিল্প পণ্যের নকশা ও নমুনা সরবরাহ, দক্ষতা উন্নয়ন, শিল্পনগরী স্থাপন করে প্লট বরাদ্দ, লবণ উৎপাদনে চাষীদেরকে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি ইত্যাদি সহায়তা প্রদান। যেগুলি এখনও নানা আদলে অব্যাহত রয়েছে। পরবর্তীকালে এসবের সাথে যুক্ত হওয়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে বিশেষায়িত শিল্প নগরী স্থাপন। শিল্প-কাঁচামাল আমদানি ও স্বতন্ত্র ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ, ব্যাপক পরিসরে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, দেশব্যাপী মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন, আঞ্চলিক চাহিদা ও সম্ভাবনাভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ইত্যাদি। বাংলাদেশে বর্তমানে ১.২২ লক্ষ ক্ষুদ্র শিল্প ও ৮.৪৮ লক্ষ কুটির শিল্প রয়েছে যেগুলোতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৩৭.৫৩ লক্ষ শ্রমশক্তি নিয়োজিত রয়েছে।

বেপজাঃ

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড) রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপনের জন্য নির্ধারিত বিশেষ এলাকা। ইপিজেড-এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে থাকে বিদেশি পুঁজি আকর্ষণ, দ্রুত শিল্পায়ন, স্থানীয় জনশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিতকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি সম্প্রসারণ। সেই সাথে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা, উচ্চ বেকারত্ব, মূলধনের স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবমোচনও ছিল ইপিজেড গঠনের লক্ষ্য।

বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে সংসদ প্রণীত একটি আইনের ভিত্তিতে ১৯৮৩ সালে প্রথম ইপিজেড প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়। দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় এর দশ বছর পর, ১৯৯৩ সালে ঢাকার সাভারে। এছাড়া মংলা, উত্তরা, ঈশ্বরদী, কুমিল্লা, কর্ণফুলী ও আদমজী আরও ছয়টি ইপিজেড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার চট্টগ্রামে একটি কোরীয় ইপিজেড প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কোরিয়া সরকারের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশ ইপিজেড কর্তৃপক্ষের (বেপজার) ওপর ন্যস্ত।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরঃ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, এর বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের কল্যাণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নসহ শ্রম ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা সমুন্নত রেখে মালিক, শ্রমিক, সরকার ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে। গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সনে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসাবে অভ্যুদয় ঘটে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের। স্বাধীনতা লাভের এ দীর্ঘপথ পরিক্রমায় বাংলাদেশে গড়ে

উঠেছে অসংখ্য কলকারখানা, দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প ও বাণিজ্য সেক্টরের ভূমিকা প্রতিদিনই বাড়ছে। এসব সেক্টরে কাজ করছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ক্রমবর্ধমান বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবি মানুষের আইনগত অধিকার, নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে আসছে। নিরাপদ কর্মস্থল, শোভন কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের জন্য উন্নত জীবনমান নিশ্চিন্ত করাই হচ্ছে এই অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য।

শ্রমিকদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ বাস্তবায়ন,শিশুশ্রম নিরসন, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন খাতে ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের মিশন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর।

সমবায় অধিদপ্তরঃ

সমবায় অধিদপ্তর জনগনের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণে সরকারী উদ্যোগ বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান সংস্থা। সমবায় অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত অধিদপ্তর। উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও সদর দপ্তর এ চার পর্যায়ে এ অধিদপ্তরের কার্যালয় বিস্তৃত যেমন বিভাগীয় সমবায় অফিস বা উপজেলা সমবায় অফিস। সমবায় সমিতির নিবন্ধনসহ বিধিগত বিভিন্ন সেবা, আইনগত পরামর্শ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে সহায়তা করা ও জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সমবায় অফিসসমূহের মূল কার্যক্রম। বাংলাদেশে যেকোন সমবায় অফিস খুলতে হলে সমবায় অধিদপ্তর হতে নিবন্ধিত হতে হয়। বাংলাদেশে অবস্থিত কয়েকটি সমবায় অফিস হলো Islami Investment Multipurpose Society Ltd., Kingshuk Bahamujhi Samabaya samti, Doridra Sheba Co-operative society, Ideal Co-operative Society Ltd in Bangladesh ইত্যাদি। এরকম যত সমবায় অফিস রয়েছে সবগুলোকে সমবায় অধিদপ্তর হতে নিবন্ধিত হতে হয়।

সিটি কর্পোরেশনঃ

বাংলাদেশের মহানগরগুলোর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার একক হলো সিটি কর্পোরেশন। বাংলাদেশে নবঘোষিত ময়মনসিংহ সহ সর্বমোট ১২টি সিটি কর্পোরেশন আছে। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ অনুসারে ওয়ার্ড সমূহের সীমানা নির্ধারণ, এলাকার অখন্ডতা এবং যতদূর সম্ভব, জনসংখ্যা বিন্যাস, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন নীতি সহ সিটি কর্পোরেশনের সকল দায়িত্ব সমূহ নির্ধারণ করা হযেছে। নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয়। সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রধানকে মেয়র বলা হয়। মেয়রকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করেন এলাকা-ভিত্তিক নির্বাচিত কাউন্সিলরগণ। বাংলাদেশের নির্বাচন আইন দ্বারা অযোগ্য নয় এরূপ ব্যক্তি মেয়র ও সদস্য হতে পারেন। বর্তমান আইনানুসারে সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ বা কার্যকাল ৫ বছর।

পৌরসভাঃ

পৌরসভা বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার শহর এলাকার সরকার এর মধ্যে নিম্ন স্তরের প্রশাসনিক এলাকা। পৌরসভা আইন ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশের কোন এলাকা পৌরসভা ঘোষণা করা যেতে

পারে যদি ঐ এলাকার তিন চতুর্থাংশ লোক অকৃষিজ পেশায় নিয়োজিত থাকে, শতকরা ৩৩ ভাগ লোক অকৃষিজ পেশায় নিয়োজিত থাকে এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৫শত জনের বেশি হয় এবং ঐ এলাকার মোট জনসংখ্যা ৫০ হাজারের কম হবে না। বাংলাদেশে তিন ধরনের পৌরসভা রয়েছে। ক শ্রেণী খ শ্রেণী গ শ্রেণী । বাংলাদেশে মোট ৩২৮ টি পৌরসভা রয়েছে। (২০১৭)
পৌরসভার মূল দায়িত্ব হলো- (ক)স্ব-স্ব এলাকাভুক্ত নাগরিকগণের এই আইন ও অন্যান্য আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুসারে সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা প্রদান করা; (খ) পৌর প্রশাসন ও সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা; (গ) পৌর এলাকায় নাগরিকগণের পৌরসেবা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ইমারত নিয়ন্ত্রণসহ নগর উন্নয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা; এবং (ঘ) নাগরিক নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা।

ইউনিয়ন পরিষদঃ

ইউনিয়ন পরিষদ বা ইউনিয়ন হলো বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট । গ্রাম চৌকিদারি আইনের ১৮৭০ এর অধীনে ১৮৭০ সালে কিছু পল্লী সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেয়া হলে ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এর ভূমিকা নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তী কালে এটিই স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ইউনিটের ভিত্তিরূপে গড়ে উঠে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৪৫৫৪টি ইউনিয়ন আছে। প্রতিটি ইউনিয়নভুক্ত গ্রামগুলোকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ১ জন করে সাধারণ সদস্য এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ড হতে ১ জন সংরক্ষিত (মহিলা) সদস্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। এছাড়াও পুরো ইউনিয়ন হতে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। ফলে, ১ জন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। এছাড়াও পরিষদের কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য রয়েছে একজন সচিব, কয়েকজন আনসার প্রভৃতি।

এনজিও ব্যুরোঃ

বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক নির্দেশমালা অনুযায়ী ১৯৯০ সালে এনজিও ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো বৈদেশিক সাহায্যে চালিত ও বৈদেশিক অনুদান বিধিমালা অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ এর অধীন এনজিও সমূহকে সেবা প্রদান করা। এটি দেশব্যাপী এনজিওগুলোর কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করে এবং রাষ্ট্র তথা সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এনজিও হলো ব্র্যাক, আশা, গ্রামীন ব্যাংক, আর.ডি.আর.এস, ঠেঙ্গামারা, স্বনির্ভর ইত্যাদি।

<u>প্রাতিষ্ঠানিক সেক্টর:</u>

নন-ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন:

নন-ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজারের জন্য দ্রব্য উৎপাদন অথবা অ-লাভজনক সেবা প্রদান করা। এর সাব-সেক্টরগুলো হলো Public, Prvate and Foreign controlled corporation. public corporation গুলো সম্পূর্ণভাবে সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেমন বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন,বাংলাদেশ

পর্যটন কর্পোরেশন ইত্যাদি। Private corporation গুলো ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত, এ ধরণের corporation স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে ব্যবসা করে যা সম্পূর্ণ ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং Foreign corporation গুলো সরকার ও বিদেশী বিনিয়োগকারী কর্তৃক পরিচালিত হতে পারে।যেমন-বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ইত্যাদি ।

ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন:

অর্থনীতিতে, ফাইনান্সিয়াল মার্কেট হচ্ছে একটি পদ্ধতি যা ব্যাক্তি এবং সত্ত্বাদের ফাইনান্সিয়াল সিকিউরিটি ক্রয় ও বিক্রয় করার সুযোগ দেয় যার মধ্যে রয়েছে ইকুইটি, বন্ডস, কারেন্সি, ডেরিভিয়েটিভ এবং কমোডিটি এবং অন্যান্য মূল্যবান কন্ট্রাক আইটেম স্বল্প খরচে এবং এমন প্রাইসে যা সাপ্লাই ও ডিমান্ড দেখায়। ফাইনান্সিয়াল মার্কেট যেখানে বিনিয়োগকারীদের সার্বজনীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বাই এবং সেল করার সুযোগ দেয়া হয় তাকে স্টক মার্কেট বলে। 'স্টক' শব্দটির মানে হচ্ছে ইকুইটি অথবা কর্পোরেশনের মালিকানা। দুই ধরনের স্টক মার্কেট রয়েছেঃ প্রাইমারি মার্কেট, যেখানে কোম্পানির ইস্যুকৃত শেয়ার সাধারন মানুষের কাছে ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং এর মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে ইস্যু করা হয় এবং সেকেন্ডারি মার্কেট, যেখানে বিদ্যমান সিকিউরিটি বিনিয়োগকারীদের দ্বারা ক্রয় এবং বিক্রয় করা হয় যা নির্ভর করে খবর এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানির মূলতত্ত্বের ওপর। অন্যান্য ফাইনান্সিয়াল মার্কেটের তুলনায় পুঁজি বাজার অনেক তরল এবং জটিল। যেমন- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ইত্যাদি।

ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের এর Subsector গুলো হলো

Central Bank, Deposit taking corporations except the Central Bank, Money Market Funds (MMF), Non Money Market Funds (MMF), Other Financial Intermediaries except Insurance Corporations and Pension funds (ICPF), Financial Auxiliaries, Captive Financial Institutions and money lenders.

সরকারি প্রতিষ্ঠান:

সরকারী যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশ সরকারের নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং জনকল্যাণের জন্য নিবেদিত সেগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠান। যেমন: Bangladesh Bureau of Statistics, Public Administration and Defense ইত্যাদি।

সরকারি প্রতিষ্ঠান এর **subsector** গুলো হলোঃ

(১) কেন্দ্রীয় সরকার (Central Government)

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সরকার মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা।

(২) স্থানীয় সরকার (Local Government):

স্থানীয় সরকার বলতে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় সেই এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শাসনকে বোঝায় যা কেন্দ্রীয় সরকারেরই একটি সম্প্রসারিত অংশ। যেমন- পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও এদের সাথে সংযুক্ত অন্যান্য সংস্থার কার্যকলাপ ও রীতিনীতিকে বোঝায়। এ সমস্ত সংস্থা কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা স্থানের সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের জন্য নানারকম সেবামূলক কাজের পরিকল্পনা ও পরিচালনা করার এক মাধ্যম বিশেষ। এই সংস্থার পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত বা মনোনীত থাকে। স্থানীয় সরকার হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ওপর থেকে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যকে একটি সুর্নিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে নিম্নতর পর্যায়ে ক্রমে হস্তান্তর করা হয়। এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত প্রতিটি স্তর একে অপরের সাথে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত থাকে এবং এদের সকলের কাজের মধ্যে সমন্বয় থাকে। বাংলাদেশে তিন স্তরের স্থানীয় সরকার বিদ্যমান। এখানে প্রথম স্তরের প্রশাসনিক একক বিভাগ পর্যায়ে কোনো স্থানীয় সরকার নেই। দ্বিতীয় স্তরের প্রশাসনিক একক জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার (৬৪ টি জেলায় জেলা পরিষদ), উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ এবং গ্রাম এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ, ছোট শহর এলাকায় পৌরসভা ও বড় শহরে সিটি কর্পোরেশন হলো স্কানীয় সনকারের একটি অংশ। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার সমূহ হলো-

- জেলা পরিষদ
- উপজেলা পরিষদ
- সিটি কর্পোরেশন

অলাভজনক প্রতিষ্ঠান:

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র জনকল্যাণের জন্য কাজ করে (সরকারি NPIs ব্যতীত) সেগুলো Non-profit Institutions/অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে লাভ লোকসান পুরোটাই জনকল্যাণে ব্যবহৃত হয়। সাংস্কৃতিক সংগঠন,ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান,ট্রেড ইউনিয়ন,এনজিও,ক্লাব ইত্যাদি।

প্রাতিষ্ঠানিক খানা:

প্রাতিষ্ঠানিক খানা বলতে সেই ধরণের খানাকে বোঝায় যেখানে কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ যারা একই পাকে খাবার খায়।

<u>প্রতিষ্ঠানের ধরণ:</u>

একক ব্যক্তি মালিকানা:

একমালিকানা ব্যবসা বা এক মালিকানা ব্যবসা হল একজন ব্যাক্তির মালিকানাধীন এবং মালিক কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসা। একক মালিকানা ব্যবসার নিয়ন্ত্রক থাকেন একজন। তিনিই ব্যবসাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। ক্ষতি কিংবা লাভের কৃতিত্ব- দুইই তার। নিবন্ধন ও ব্যবসা শুরু করার সময়ই একজনের মালিকানার বৈধতা দেয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পাইকারি দোকান, হোটেল, গেস্ট হাউজ, পরিবহন যান ইত্যাদি।

অংশীদারিত্ব মালিকানা (দেশি):

অংশীদারিত্বের প্রতিষ্ঠান একটি চুক্তি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের মালিক হবেন এবং কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত লাভ বা লোকসান তাদের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বন্টন হবে। এক্ষেত্রে মালিকগণ শুধু দেশী হতে পারেন।বিভিন্ন ব্যবসার ক্ষেত্রে ০২ জন হতে ২০ জন পর্যন্ত ও ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন পর্যন্ত যৌথ মালিকের ব্যবসায়িক সংগঠন গঠন করতে পারেন। বাংলাদেশে অংশীদারিত্ব কারবার প্রতিষ্ঠার জন্য অংশীদারিত্ব আইন ১৯৩২ অনুসরণ করতে হয়।

অংশীদারিত্ব মালিকানা (বিদেশি):

অংশীদারিত্বের প্রতিষ্ঠান একটি চুক্তি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের মালিক হবেন এবং কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত লাভ বা লোকসান তাদের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বন্টন হবে। এক্ষেত্রে মালিকগণ শুধু বিদেশী হতে পারেন।

অংশীদারিত্ব মালিকানা (দেশি ও বিদেশি উভয়):

এক্ষেত্রে মালিকগণ দেশী ও বিদেশী যৌথভাবে মালিক হতে পারেন।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিঃ

যে সকল প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা স্মারকলিপিতে (Articles of Memorandum) বর্ণিত শেয়ারের পরিমান দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে তাকে বুঝায়। এসকল কোম্পানি জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রির জন্য শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত হয়। এসকল কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ অবাধে শেয়ার হস্তান্তর করতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির আওতাভুক্ত হতে পারে। মালিকানার ভিত্তিতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে দুইভাগে এবং নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে আরো দুভাগে ভাগ করা যায়:

সরকারি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি: কোনো কোম্পানির মালিকানা বা এর শেয়ার মালিকানার কমপক্ষে ৫১% শেয়ার যদি সরকারি মালিকানায় থাকে এবং এর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের হাতে থাকে, তবে তাকে সরকারি মালিকানায় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে।

বেসরকারি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি[: কোনো কোম্পানীর শেয়ারের কিয়দংশ সরকার গ্রহণ করলে তাকে **আধা-সরকারি কোম্পানি** বলে। কোনো কোনো সময় সরকার শেয়ার মূলধনের শতকরা ৩০% বা ৪০% গ্রহণ করে। এতে সরকারি ও বেসরকারি মালিকানার সংমিশ্রণ ঘটে বলে একে আধা-সরকারি কোম্পানি বলে। যেমন-ব্যাংক, ফিনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন, স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে জড়িত কোম্পানি ইত্যাদি।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিঃ

যে সকল প্রতিষ্ঠানের দায় শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ২ জন আর সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ৫০ জনে সীমাবদ্ধ থাকে সে সকল প্রতিষ্ঠান প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ শেয়ার হস্তান্তরের অধিকার রাখেন না এবং শেয়ার ও ঋণপত্র জনসাধারণের নিকট ক্রয়-বিক্রয় করা যায় না। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির কোনো শেয়ারহোল্ডার শেয়ার বিক্রি করতে চাইলে তাকে বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যই তা বিক্রি করতে হয়। তবে তাদের সম্মতি সাপেক্ষে বাইরের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে শেয়ার বিক্রি বা হস্তান্তর করা যায়। কোম্পানি জনসাধারণের কাছে শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার ও বন্ডসহ কোনো ধরণের ঋণপত্র বিক্রি করতে পারে না। যেমন-GDS chemical Bangladesh (Pvt) Limited.

বিদেশী কোম্পানী (প্রাইভেট) লি: যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সম্পূর্ণ/শতভাগ বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত হয় সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান হলো Foreign Company (pvt) Ltd. যেমন: ইউনিলিভার বাংলাদেশ।

সমবায় সমিতি:

সমবায় প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয় বরং সদস্যগণের সেবা প্রদান। সমিতির পুঁজি, সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক দেয় অর্থ দ্বারা গঠিত এবং উহার লাভ পুঁজির অনুকূলে অনুপাতিক হারে সদস্যগণের মধ্যে বন্টন করা হয়। যেমন: কৃষক সমবায় সমিতি।

সরকারি কোম্পানী:

যদি কোন কোম্পানীর শতকরা ৫০% এর চেয়ে বেশি শেয়ারের মালিকানা থাকে সরকারি খাতে তাকে সরকারি কোম্পানি বলে। যেমন-সোনালি ব্যাংক (১০০% সরকারি), অগ্রনী ব্যাংক (১০০% সরকারি)।

Others / অন্যান্য:

এখানে উল্লেখিত ধরণের বাইরেও যদি আরো নতুন কোন প্রতিষ্ঠান পাওয়া যায় সেগুলোকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

জরিপ প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধতি

সব প্রশ্নের উত্তর ও পূরণ পদ্ধতি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

UID							

এলাকা	(স্থানীয় ইউনিট)				প্রধান অফিস			
জেলা								
উপজেলা/থানা								
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড								
মৌজা/মহল্লা								
গ্রাম								
আরএমও/সিটি কর্পোরেশন								
ব্লক # / নাম								
রোড # / নাম								
বাড়ী #/ নাম								
পোস্ট কোড								
অতিরিক্ত ঠিকানা (ল্যান্ডমার্ক)								

শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:

GeO Code অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা দিতে হবে। অর্থাৎ জেলার নাম, উপজেলা/থানার নাম, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড এর নাম,মৌজা (পল্লী)/ মহল্লা (শহর)/ গ্রাম, RMO Code, ব্লক/রোড, বাড়ী/ নাম, ফ্লোর এবং পোস্ট কোড, অতিরিক্ত ঠিকানা নিশ্চিত করার জন্য পাশের কোন প্রতিষ্ঠান/বিল্ডিং, ল্যান্ডমার্ক হিসেবে ব্যবহৃত হবে। UID অর্থাৎ Uniq Inditification নাম্বার দিতে হবে। উল্লেখ্য স্থানীয় ইউনিট বলতে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থিত কোন কোম্পানীর শাখাকে বোঝাবে। যদি শাখা অফিসটি কোন জেলায় অবস্থিত হয় তবে জেলার কোড এরূপে অন্যান্য স্থানে অবস্থিত হলে সে স্থানের কোড দিতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম	(বাংলা):															
	(ইংরেজি):															
প্রতিষ্ঠান আরম্ভের বছর					প্রতিষ্ঠানের ই-মেইল :											
ব্যবসা আরম্ভের বছর					মোবাইল নম্বর :											
					ফোন (অফিস) :											

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাবেই দিতে হবে। এক্ষেত্রে যদি প্রতিষ্ঠানের আলাদা ই-মেইল থাকে তা দিতে হবে তা নাহলে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তির ই-মেইল ও তার মোবাইল নম্বর দিতে হবে । ঠিকানা নিশ্চিত করার জন্য পাশের কোন প্রতিষ্ঠান/বিল্ডিং, ল্যান্ডমার্ক হিসেবে ব্যবহৃত হবে। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান শুরুর বছর ও ব্যবসা শুরুর বছর সাধারণত দুইটি হয়। সেক্ষেত্রে দুইটি বছরই দিতে হবে।

অফিসের ধরণ:

অফিসের ধরণ	প্রধান অফিস.....1 শাখা একক ইউনিট.....3 অফিস.....2	
প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকান্ড	*BSIC*	
উৎপাদিত প্রধান দ্রব্য/ সেবা	*BCPC*	

প্রতিষ্ঠানটি যদি প্রধান কার্যালয় হয় তাহলে বক্সে 1 দিতে হবে। তবে এখানে উল্লেখ্য হেড অফিস হলে অবশ্যই তার এক/একাধিক শাখা অফিস থাকবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্রান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। ধরা যাক যদি কার্যালয়টি প্রান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রধান কার্যালয় হয়, তবে বক্সে 1 দিতে হবে।

যদি কার্যালয়টি প্রান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর কোন শাখা হয় যেমন প্রান আর এফ এল হয় তাহলে 2 দিতে হবে। যদি একক প্রতিষ্ঠান হয় (অর্থাৎ যদি এটি প্রধান ও শাখা একই অফিস হয়) তাহলে 3 দিতে হবে। কোন ক্রমেই বক্স খালি থাকবে না।

প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকান্ড:

প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সুস্পষ্টভাবে বাংলায় দিতে হবে । যেমন- কোনো প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্যাদি (সিগারেট ও অন্যান্য) উৎপাদন করে তাহলে খালি জায়গায় "তামাকজাত দ্রব্যাদি (সিগারেট ও অন্যান্য)" লিখতে হবে । তবে প্রয়োজনে technical শব্দ ইংরেজীতে লিখা যাবে। BSIC কোড হতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধরণ অনুযায়ী উপযুক্ত-৪ ডিজিটের কোন নির্ধারিত বক্সে বসাতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ঘরের ফাঁকা জায়গায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধরণ সুস্পষ্টভাবে বাংলায় লিখতে হবে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধরণ অনুযায়ী উপযুক্ত ডিজিটের BSIC Code 1200 সদর দপ্তরের কোডার কর্তৃক পূরণ করা হবে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রকারীদের BCPC Code লিখার প্রয়োজন নেই।

উৎপাদিত প্রধান উৎপাদন/ সেবা:

উৎপাদিত প্রধান উৎপাদন/ সেবার ধরণ সুস্পষ্টভাবে বাংলায় দিতে হবে । যেমন- যদি কোন প্রতিষ্ঠান আইসক্রীম এবং অন্যান্য ভোজ্য বরফ জাতীয় পণ্য উৎপাদন করে তাহলে খালি জায়গায় "আইসক্রীম এবং অন্যান্য ভোজ্য বরফ জাতীয় পণ্য উৎপাদন'' লিখতে হবে । তবে প্রয়োজনে technical শব্দ ইংরেজীতে লিখা যাবে। এক্ষেত্রে উৎপাদিত প্রধান দ্রব্য/সেবার ধরণ অনুযায়ী উপযুক্ত ডিজিটের BCPC Code 22270 সদর দপ্তরের কোডার কর্তৃক পূরণ করা হবে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রকারীদের BCPC Code লিখার প্রয়োজন নেই।

উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতব্য ব্যবস্থা:

উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত	দেশীয় বাজার.....	1	
	বৈদেশিক বাজার (রপ্তানী).....	2	
	দেশী ও বিদেশী উভয় বাজার.....	3	

কোন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে পণ্য উৎপাদন করতে পারে । যদি উৎপাদিত পণ্য শুধুমাত্র অভ্যন্তরীন বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা হয় তবে এসকল পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোড হবে 1. অথবা শুধুমাত্র অভ্যন্তরীন বাজার উপযোগী পণ্য হয় তবে এসকল পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোড হবে 1. যেমন-অধিকাংশ কৃষিজ পণ্য, ফার্নিচার (বাশ, বেত, কাঠ ইত্যাদি), দুগ্ধজাত পণ্য, বেকারি, স্ন্যাকস, বিস্কুট ইত্যাদি। বাংলাদেশের অধিকাংশ রপ্তানী যোগ্য পণ্য হলো তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, সামুদ্রিক খাদ্য, ঔষধ ইত্যাদি। শুধুমাত্র যদি রপ্তানীর উদ্দেশ্যে বাজারজাত করা হয় তবে এসকল পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোড হবে 2. বাংলাদেশের কিছু স্থানীয় কোম্পানী যেমন- বেক্সিমকো, প্রাণ, নাভানা, ইউনিকল কর্পোরেশন, ওয়ালটন , এসিআই প্রভৃতি দেশী ও বিদেশী উভয় বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদন করে। এক্ষেত্রে এসকল পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোড হবে 3. এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পণ্য হলো- জুস, বিস্কুট, বেকারি, কনফেকশনারী, ইলেক্ট্রনিক্স, ফার্নিচার, ঔষধ ইত্যাদি।

রেজিস্ট্রেশনের ধরন:

রেজিস্ট্রেশনের ধরন	জয়েন্ট স্টক কোম্পানী	1	সিটি করপোরেশন.....	7	
	বিনিয়োগ বোর্ড	2	পৌরসভা.....	8	
	বিসিক	3	ইউনিয়ন পরিষদ.....	9	
	বেপজা	4	এনজিও ব্যুরো.....	10	
	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর.....	5	রেজিস্ট্রেশন নাই.....	11	
	সমবায় অধিদপ্তর	6	অন্যান্য (উল্লেখ করুণ).....	12	

প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত কিনা তা সংশ্লিষ্ট বক্সে লিখতে হবে। যেমন প্রতিষ্ঠানটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হলে 1, এনজিও ব্যুরো হলে 10 লিখতে হবে। প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত না হলে সংশ্লিষ্ট বক্সে 11 লিখতে হবে। তবে উপরোক্ত 11 টি ডিজিটের একটিও না হলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য হবে এবং অন্যান্য কি তা উল্লেখ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যদি কোন প্রতিষ্ঠান একাধিক নিবন্ধিত হয়ে থাকে তবে একাধিক বক্স করে যে যে স্থান হতে প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত তার সংশ্লষ্ট কোড বক্সে দিতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সেক্টর :

প্রাতিষ্ঠানিক সেক্টর	নন-ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন.....	1	অলাভজনক প্রতিষ্ঠান.....	4	
	ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন.....	2	**প্রাতিষ্ঠানিক** খানা.....	5	
	সরকারি প্রতিষ্ঠান.....	3			

সংশ্লিষ্ট কোড অনুযায়ী নির্ধারিত বক্সে কোড লিখতে হবে। যেমন: নন-ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন হলে 1 হবে, প্রাতিষ্ঠানিক খানা হলে 5 হবে ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠানের ধরন:

প্রতিষ্ঠানের ধরন	একক ব্যক্তি মালিকানা	1	সমবায় সমিতি	6	
	যৌথ অংশীদারিত্বালি	2	অংশীদারিত্ব মালিকানা	7	☐
	পাবলিক লি: কোম্পানী	3	সরকারি কোম্পানী	8	
	প্রাইভেট লি: কোম্পানী.....	4	অন্যান্য(উল্লেখ করুণ)	9	
	বিদেশী কোম্পানী (প্রাইভেট) লি.	5			

প্রতিষ্ঠানটি কিরূপ মালিকানায় রয়েছে তার কোড নির্ধারিত বক্সে লিখতে হবে। অর্থাৎ এটি একক মালিকানা হলে 1, অংশিদারিত্ব মালিকানা হলে 7 ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট কোড অনুযায়ী নির্ধারিত বক্সে কোড লিখতে হবে। উপরোক্ত 8 টি ডিজিটের একটিও না হলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য হবে এবং অন্যান্য কি তা উল্লেখ করতে হবে।

মোট জনবল:

মোট জনবল (স্থায়ী)	পুরুষ:						মহিলা:						মোট:					
মোট জনবল (অস্থায়ী)	পুরুষ:						মহিলা:						মোট:					

মোট কর্মরত জনবল পুরুষ ও মহিলা উভয়ই আলাদাভাবে আওতাভুক্ত হবে। তবে স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় ক্ষেত্রের জনবলের সংখ্যা নিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে মোট জনবলও উল্লেখ করতে হবে।

উত্তরদাতার নাম, পদবী, মোবাইল নম্বর ও স্বাক্ষর:

উত্তরদাতার নাম, পদবী, মোবাইল নম্বর এবং তার স্বাক্ষর নিতে হবে।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম,পদবী মোবাইল নম্বর ও স্বাক্ষর:

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম,পদবী,মোবাইল নম্বর এবং তার স্বাক্ষর করতে হবে।

যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় নম্বর সমূহ:

i) জনাব ঘোষ সুবব্রত (পরিচালক), ইন্ডস্ট্রি এন্ড লেবার উইং-01712122136
ii) জনাব মো: আক্তার হোসেন (উপপরিচালক), ইন্ডস্ট্রি এন্ড লেবার উইং- 01710198193
iii) জনাব সৈয়দা মারুফা শাকি (পরিসংখ্যান কর্মকর্তা) ইন্ডস্ট্রি এন্ড লেবার উইং-01731047449